দুঃখীর গর্ব – রোমানা খাতুন

গর্ব আমার, স্বর্গ আমার, থ
স্বপ্ন আমার দেশ।
দুঃখে-সুখে, স্বপ্ন বুকে থ
সুখেই আছি বেশ ,
কষ্ট পেয়ে ও সুখের থ
স্বপ্ন দুচোখ জুড়ে ভাসে! দারিদ্র তোকি আমি ও থ সুখী তাইতে মন হাসে! বাংলা মা এই দুঃখীকে, থ মনের মাঝে রাখে,
দুঃখে-সুখে, বিপদের মুখে থ সে যে আমার পাশে থাকে। আসা আমার, ভাসা আমার, থ মাতা আমার দেশ,
বাংলা মায়ের সন্তান আমি থ গর্বের তো নেই শেষ!
কষ্ট পেয়েও সুখের হাসি থ হাসতে শেখায় মাতা!
কষ্টের মাঝে ও মিষ্টি লাগে, মায়ের স্নেহের কথা।
গর্বে ভরা এই বুকে থ স্বপ্ন খোঁজে সুখ,
দুঃখে-সুখে, কষ্টে রেখে থ স্বপ্নে বাদ্ধি বুক! স্বপ্ন দেখা দুচোখ আজ, সত্যি পেলো ভাষা থ
মায়ের সুখে, দুঃখীর চোখে থ ফিরলো স্বপ্নের আসা। ফিরলো সুখ, ঘুচলো দুঃখ, ভরলো সবার কষ্টের বুক! বাঁচতে জানি, ভাসতে জানি, থ গর্বে সবাই তাই।
দারিদ্রাতা ভুলে মায়ের থ স্নেহে জ্বরাতে সবাই চাই!

দুঃখীর মুখ ও গর্ব হাসে থ
বলচ্ছি তো সেটাই!

বিজয় দেখেছি – জাহিদ আজিম

আমি থাকিনি সেথায়, যদিও দেখিনি একাত্তরের
সেই পৌষের পড়ন্ত নরম রোদ্দুরের বিকেল,
সেদিন আকাশ-বাতাস জুড়ে, বাংলার পথ প্রান্তরে
বইছিল খুশির প্লাবন, আনন্দ জোয়ার অঢেল।
তবুও এখন আমি রোজ রোজই বিজয় দেখি
সবুজ দিগন্ত ফুঁড়ে উঠা লাল টুকটুকে সূর্যটায়, লাল-সবুজ পতাকাটা আহা সুখের সমীরণে উড়ে
দেখে পুরো পৃথিবী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়। আমি পুলকিত হৃদয়ে, মুগ্ধ নয়নে বিজয় দেখেছি উড়ন্ত বিহঙ্গদের বর্ণিল ডানায় ডানায়,
হাজারো স্বপ্ন ছড়ায় নীল সীমানাটা জুড়ে
ঐ মুক্ত, বিস্তৃত আকাশের কাণায় কাণায়।
আমি বিজয় দেখেছি আঙ্গিনার আড়ে উড়া
মায়ের ভেজা শাড়ির মায়াবী আঁচলটায়,
রঙিন পালে দেখেছি অনাবিল বিজয় খেলা ভাটিয়ালি গান গেয়ে মাঝি দূর দেশে চলে যায়। আমি বিজয় দেখেছি নদীর ধারে বটের তলে
রাখালের মোহনীয় সুর ঝরা বাঁশের বাঁশিতে, অভিমান ভেঙ্গে ফিরে আসা প্রিয়তমার
চাঁদ মুখের স্নিগ্ধ মিষ্টি হাসিতে।
আমি বিজয় দেখেছি ছোট্ট শিশুর তুলতুলে গালে শুভ্র নির্মল হাসির সীমাহীন উচ্ছ্বাসে, দেখেছি মায়ের ভাষাতে বুকে স্বপ্ন বাঁধা তরুণের দৃপ্ত পায়ে পথ চলায়, দৃঢ় বিশ্বাসে।

হওনি মানুষ আজো – হামীম রায়হান

সেই যে গেলে ইসকুলেতে
মানুষ হবে বলে!
মানুষ আদো হলে? নাকি
সব গিয়েছে জলে?
চোররা করে চুরি রাতে ঘুমিয়ে সবাই গেলে!
তুমি নাকি দিনের বেলা চুরির ঔষুধ পেলে?
কলম তোমার আজব মেশিন, টানলে পড়া টাকা!
পকেট ভারী না হলে কী ফাইল চলে যায় বাঁকা?
কী অপরূপ চেহারা তোমার! শয়তান তোমার মিতা,
মানুষরূপী জন্তু তুমি,
সব হয়েছে বৃথা!
চশমা পড়ে, সুটে, বুটে
যত মানুষ সাজো!
মানুষ নামের রূপ ধরেছো!
হওনি মানুষ আজো!

ডুব দেয় অসমাপ্ত চাওয়া – শরীফ সাথী

আমার চাওয়াগুলো যেন অসমাপ্ত থেকে যায়।
সেই কবে চেয়ে দেখছি তোমায়
মুচকি হাসির ফোয়ারা ভেজা ঠোঁট

নীল নয়না চোখ। মসৃণ গালে তিলক ছোঁয়া
পুষ্প ফোঁটা মুখয়বে অনুরাগের অনুভুতি
লম্বা কেশে ঢেউ তোলা বিন্দি
মেহেদী সাজানো হাত
জোছনা রাতে হেলেদুলে হাঁটা
মনে পড়ে খুব।
ক্ষণে ক্ষণে ডুব দেয় মনে আমার অসমাপ্ত চাওয়া।

দুধ ভাতে মাছি – চাঁদনী

ওরে ও সোনামনি
কাল তুমি ভাত খাওনি।
দুধ ভাতে পড়ল মাছি,
তাই আমি রাগ করেছি।
দুধভাতে শক্তি বেশি
খেতে লাগে মিষ্টি।
আজ তুমি খাও দেখি
বড় হবে তাড়াতাড়ি।

গুজব – আসিফ সাজ্জাদ (চন্দন)

শুনছি নাকি দাম বাড়িবে
দাম বেড়েছে ভাই!
জলদি এখন ছুটে ছুটে
মুদির দোকান যায়।।

গতমাসে দাম বেড়েছে পেঁয়াজ, রসুন, আদা
বাড়ছে নাকি নুনের দাম জোরে চলুন দাদা। ২/৫ কেজি তাড়াতাড়ি নিয়ে যায় ঘরে

দেরি হলে হয়তোবা আর পাবোনাকো পরে।

লাইনে সব দাঁড়িয়ে আছি বুকটা দুরু দুরু
হঠাৎ করে প্রশাসনের মাইকিং হলো শুরু-
বাড়েনিকো নুনের দাম, বাড়বে নাকো আর
সারাদিনের কষ্ট শেষে, হেসেই একাকার।
স্বাধীন দেশের আজব প্রজা, সবাই আছে বেশ
গুজব ছড়ালে হবে সাজা, জীবন হবে শেষ।।

কথা রাখেনি.. -এম.সোহেল রানা

কেউ কথা রাখেনি আমার কেউ কথা রাখেনি
নিয়তি আমায় ঠকিয়ে সেযে হয়েছে পরবাসী,
আমি একা নিঃস্ব, দুঃখে ভরা হৃদয়ে, ভব নিবাসী
কেউ কথা রাখেনি আমায় কেউ ভালোবাসেনি।

গড়তে চেয়েছিলাম আমি যাকে সে তো আমায় বুঝতে চায়নি
ভালোবাসতে চেয়েছিলাম যাকে সে তো আমায় ধরা দেয়নি।
আমি যার জন্য সদায় সফল কামনা করে এসেছি
সে আজ আমায় ঠঁকিয়ে নিখুঁত বুদ্ধি দ্বারা সু-কৌশলে সরে গেছে কথা রাখেনি… আজ আমার কেউ কথা রাখেনি।

আজ বিজয়ী হয়ে দু’ডানা মেলে উড়তে শিখেছে
আজ সে রক্তের পরিচয়ে চলতে শিখেছে।
রক্ত যে কথা বলে, সেটা সে আমায় দারুন ভাবে দেখিয়েছে দু’চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে
রক্ত যে কখনো কারো সাথে বেঈমান করেনা, করতে জানেনা সেটাও যে সে আমায় তিলে তিলে বুঝিয়েছে।

পতিতা বৃত্তালয়ে যার জন্ম কেমনে ভালো হবে তার কর্ম
আমি তো চেয়ে ছিলাম-
জন্ম হোক যথাতথা কর্ম হোক ভালো এই প্রত্যয়ে তাকে গড়তে কিন্তু..সে কথা রাখেনি,
সে আমার কোন কথায় রাখেনি।

অলিখিত কবিতা – বাবুল চৌধুরী

একটি কবিতার তৃষ্ণায় মাঠে-প্রান্তরে
নীল ঘাসফুলের কাছে নতজানু হয়ে
আকুল আবেদন ঢেলেছি তার কানে।

প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করিনি মেঘ ফিরে যায়
বর্ষণ ছাড়াই, কদমের ডালে কাতর কুঁড়ি
তখনও জানে না সে শুকিয়ে মরে যাবে বৃষ্টি অথবা একফোঁটা জলের অপেক্ষায় – তার ব্যথা ঠিকই জানে উলুঝুলু বাতাস।

একটি কবিতার জন্য সারাদিন উপোসী। ছন্দে ছন্দে হেঁটে গেছে যে রূপসী নারী তার ঘ্রাণ, দেহলতা, রূপের হাটের কথা ফিনকি দিয়ে রক্ত মাখে যুবকের মুখে –

কবিতা অভিযোগহীন তবু সে ফেরারী
বাড়ি ফিরে যাই, কবিতার স্পর্শ ছাড়াই
কবিতা নয় কবিতার কঙ্কাল সারারাত
জাগিয়ে রাখে, দুঃস্বপ্নের চাদর মুড়িয়ে।

ঘোর কাটলে অলিখিত কবিতার জন্য
এখনও দিনরাত জাগি, মুখিয়ে থাকি।

দুঃখীর গর্ব – রোমানা খাতুন

গর্ব আমার, স্বর্গ আমার,থ
স্বপ্ন আমার দেশ।
দুঃখে-সুখে, স্বপ্ন বুকে থ
সুখেই আছি বেশ ,

কষ্ট পেয়ে ও সুখের থ স্বপ্ন দুচোখ জুড়ে ভাসে! দারিদ্র তোকি আমি ও থ সুখী তাইতে মন হাসে! বাংলা মা এই দুঃখীকে ,থ মনের মাঝে রাখে ,
দুঃখে-সুখে, বিপদের মুখে থ সে যে আমার পাশে থাকে। আসা আমার,ভাসা আমার,থ
মাতা আমার দেশ ,
বাংলা মায়ের সন্তান আমি থ গর্বের তো নেই শেষ!
কষ্ট পেয়েও সুখের হাসি থ হাসতে শেখায় মাতা!
কষ্টের মাঝে ও মিষ্টি লাগে , মায়ের স্নেহের কথা।
গর্বে ভরা এই বুকেথ
স্বপ্ন খোঁজে সুখ , দুঃখে-সুখে, কষ্টে রেখে থ স্বপ্নে বাদ্ধি বুক!
স্বপ্ন দেখা দুচোখ আজ , সত্যি পেলো ভাষা থ
মায়ের সুখে, দুঃখীর চোখে থ ফিরলো স্বপ্নের আসা। ফিরলো সুখ, ঘুচলো দুঃখ, ভরলো সবার কষ্টের বুক! বাঁচতে জানি,ভাসতে জানি,থ গর্বে সবাই তাই।
দারিদ্রাতা ভুলে মায়ের থ স্নেহে জ্বরাতে সবাই চাই! দুঃখীর মুখ ও গর্ব হাসে থ বলচ্ছি তো সেটাই!

উত্তর-বাংলার পথে একজন- বাবুল চৌধুরী

নিঃসঙ্গ বট ছায়া বিছিয়েছে, সেকালের কাব্য শোনাবে
আমিও তার মতো আত্মীয়হীন, বিজনে উত্তরের পথে
অচেনা গাড়িয়াল, একটি গরুর গাড়িও চোখে পড়ে না,
তৃষ্ণাকাতর চোখ দেখে অজস্র গরুর পাল টানে গাড়ি –

সারিসারি উত্তর-বাংলার পথে, মাটি ও পথ জেগে ওঠে লোকায়ত সুরে, অচেনা গাড়িয়াল ক্রমশ দূরে হারায় – ধূলিময় আবেদনে লোকায়ত সুর পেছনে রেখে যায়।
পথের মোচড় নেই মাটির গন্ধ নেই, গরুর কাহন নেই।

মহাকাব্যের বৃথা চাষ করে যায় এ অন্তর বিরানভূমিতে কালের ধুলায় হেঁটে গেছে পদাতিক, রেখেছে পদচিহ্ন –
নদীও স্রোতের সকল আলাপচারিতা স্বপ্নে রেখে গেছে।
এ মন আষাঢ় শ্রাবণ, এ মন শ্রাবণে প্লাবন হলে মাছের
খলবল ধ্বনির জন্য কান পেতে থাকে একা মধ্যরাতে।
বহুতল ভবনের সিঁড়িকোঠা বলে অতিকায় দস্যুর কথা প্রান্তর গুটিয়ে গেছে বনেদী কার্পেটে, ভূমি তুচ্ছ, সবাই হাঁটে ফসলের কথা ভুলে, আবাদের কোন কথা নাই -।

দুপুরে সুকান্তের দুই লাইন পড়ে বিদ্রোহী হয়েছিল মন অন্ধকারে সুকান্ত শূন্যগর্ভ হয়ে যায়, তা তাপিত স্খলন।

বটের ছায়াতলে কী ভুলে একতারা ফেলে গেছে বাউল কুয়াশাবিহীন আশ্বিন আসে শূন্য পাত্র হাতে – বৈরাগ্য সোনাঝরা রোদ ঢালে না, প্রিয় পড়শির পাতে ওঠে না চিক্কন সোনামুগ ডাল আর ঝাঁকের কইয়ের উষ্ণ ঝোল।

পথের মোচড় নেই, মাটির গন্ধ নেই, নেই অন্য কাহন । তবু উত্তর-বাংলার পথে শুধু সন্তাপ রেখে যায় একজন।